ই - সংবাদ

।। প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার - ০৫/১২/২০১৭ ।।

অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রাস্তাগুলি সংস্কার করতে হবে ঃ অর্থমন্ত্রী

বিশালগড়, ০৫ ডিসেম্বর ।। পঞ্চায়েত ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দ্রুত কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ভানুলাল সাহা। গতকাল বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির পর্যালোচনা সভায় তিনি একথা বলেন। পর্যালোচনা সভায় সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি ফখরউদ্দিন আহমেদ, অতিরিক্ত জেলা শাসক মানিকলাল দাস আলোচনা করেন।

পর্যালোচনা সভায় অর্থ দপ্তরের মন্ত্রী ভানুলাল সাহা বলেন, গ্রামগুলিতে বিশেষ করে পানীয় জলের সুযোগ নিশ্চিত করা, সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা সারাই করার কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে। তিনি বলেন, কৃষি বীমা যোজনা এবং কে সি সি করানোর জন্য কৃষকদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে গ্রামে গ্রামে সভা করতে হবে।

সভায় উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতির পর্যালোচনা করতে গিয়ে বিশালগড় ব্লকের বি ডি ও রতন ভৌমিক বলেন, চলতি অর্থ বছরে ১৬ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা ব্যয়ে রাধানগর, কৈয়াঢেপা, গকুলনগর সহ বিভিন্ন স্থানে রাস্তা সংস্কার করা হয়েছে। এ মাসে রেগায় আরও ১৫ শ্রমদিবসের কাজ করানো হবে। চলতি অর্থ বছরে ব্লক এলাকার ২৪৮টি পরিবারকে ঘর করে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সভায় বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান, পঞ্চায়েতের প্রধানগণ, বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দুলন হাজারী (সরকার)।

জিরানীয়ায় গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

জিরানীয়া,০৫ ডিসেম্বর ।। সারা রাজ্যের সাথে জিরানীয়া মহকুমায়ও বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত ও এডিসি ভিলেজে গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। কর্মসূচি অনুযায়ী গত ৩ ডিসেম্বর জিরানীয়া ব্লকের শচীন্দ্রনগর কলোনী উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে আয়োজিত হয় শচীন্দ্রনগর ও পূর্ব বড়জলা গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক গ্রামীণ ক্রীড়া। এর উদ্বোধন করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি সঞ্জয় দাস। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুচিত্রা দেবনাথ। ঐদিন ব্লকের ব্রজনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠে উত্তর মজলিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক এবং দুর্গানগর উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে দুর্গানগর পঞ্চায়েত ভিত্তিক গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

সিপাহীজলা জিলা পরিষদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

বিশ্রামগঞ্জ, ০৫ ডিসেম্বর ।। সিপাহীজলা জিলা পরিষদের কনফারেন্স হলে সম্প্রতি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির সভাপতি জেসমিন সুলতানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জিলা পরিষদের সভাধিপতি ফখর উদ্দিন আহমেদ ও সহকারী সভাধিপতি কমলরাণী শীল, স্থায়ী কমিটির সদস্যগণ সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকগণ। সভায় শিক্ষা দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আধার কার্ডে নাম নথীভুক্ত করণের কাজ প্রায় শেষ। জেলা শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এবছর বই মেলাতে বই বিক্রি হয়েছে ২০ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা। বড় পাথর এস বি স্কুলে ২টি অতিরিক্ত শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ করা হবে। এতে ব্যয় হবে ১৪ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। অনুরূপভাবে কালাপানিয়া জে বি স্কুলেও অতিরিক্ত শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ করা হবে। এতে ব্যয় হবে ৭ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আগামী ১০-৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করা হবে। গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতাকে সফল করার লক্ষ্যে জেলার প্রতিটি ব্লকে প্রস্তুতি চলছে। ব্লক ভিত্তিক গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করা হবে। জেলা ও রাজ্য ভিত্তিক গ্রামীণ ক্রীড়া আগামী জানুয়ারী-২০১৮ মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। এদিকে, ব্লক ভিত্তিক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৯ ডিসেম্বরের মধ্যে। জেলা ভিত্তিক যুব উৎসব আগামী ২১ ডিসেম্বরের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। জেলা ভিত্তিক যুব উৎসব হবে সোনামুড়া টাউন হলে। পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিলের বরাদ্দ অর্থে জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ক্রীড়া সামগ্রী দেওয়া হবে। এতে ব্যয় হবে ৪ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, লালসিংমুড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাওয়ার প্ল্যান্ট বসানোর কাজ চলছে। জেলাতে ৭টি বায়োগ্যাস তৈরীর অনুমোদন পাওয়া গেছে। সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, জেলায় ৩০টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের পাকা বাড়ী নির্মাণ করা হবে। এতে প্রতিটি নির্মাণে ব্যয় হবে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা করে। জেলায় মোট অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র রয়েছে ১২৮৩টি। এতে শিশুর সংখ্যা ৩৯৫৬৩ জন। প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্ধনা যোজনাতে মাতৃত্বকালীন সহায়তা দেওয়ার কাজ চলছে।

জিরানীয়ায় স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবসের কর্মসূচি

জিরানীয়া, ০৫ ডিসেম্বর ।। জিরানীয়ায় গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে আগামী ৭-৯ ডিসেম্বর মহকুমার ১২টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবসের আলোচনা শিবির অনুষ্ঠিত হবে। কর্মসূচি অনুযায়ী ৭ ডিসেম্বর হবে বড়জলা বীনাপানীর দীননাথ চন্দ্র পাড়া, মজলিশপুরের বর্তন, রাধামোহনপুরের দশরাম বাড়ী, উত্তর জয়নগর ভিলেজের নন্দরাম চন্দ্রপাড়া, শচীন্দ্রনগর কলোনীর ১৩ কার্ড, পূর্ব বিশ্রাম বাড়ী এবং পশ্চিম বড়জলার হরি সর্দার পাড়া অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে। ৮ ডিসেম্বর হবে জয় নগরের রুস্তম আলী অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে। ৯ ডিসেম্বর শিবির হবে শচীন্দ্র নগর কলোনীর কালীবাড়ী, পূর্ব বড়জলার হঠাৎ কলোনী, বর্ধমানঠাকুর পাড়ার ৭৯ টিলা, পশ্চিম নোয়াগাঁওয়ের সাঁওতাল পাড়া অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে। সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পক্ষ থেকে এতথ্য জানানো হয়েছে।

রতনপুর ভিলেজে ধনঞ্জয় ত্রিপুরা স্মৃতি ইংরেজী মাধ্যম আবাসিক বিদ্যালয়ের উদ্বোধন

বিলোনীয়া, ৫ ডিসেম্বর ।। ঋষ্যমুখ ব্লক এলাকার রতনপুর ভিলেজে ধনঞ্জয় ত্রিপুরা স্মৃতি ইংরেজী মাধ্যম আবাসিক জে. বি. স্কুলের উদ্বোধন হয়েছে। গত ২ ডিসেম্বর এক অনুষ্ঠানে এ.ডি.সিঞ্চর মুখ্য কার্য নির্বাহী সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা এই বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেন। বর্তমানে এই বিদ্যালয়ের পড়াশোনা রতনপুর ভিলেজের বোধি মঙ্গল পাড়া জে. বি. স্কুলের একটি অংশে শুরু হবে।

উদ্বোধকের ভাষণে তিনি বলেন, শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি বা সমাজ এগিয়ে যেতে পারেনা। তাই রাজ্য সরকার শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। তিনি বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের গুণগত মান শিক্ষার উন্নয়নে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মেধার বিকাশে এ.ডি.সি এলাকায় আরও ২৪টি ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয় চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি হিমাংশু রায়, এম.ডি.সি অরুণ ত্রিপুরা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা। সভাপতিত্ব করেন রতনপুর জোন্যালের চেয়ারম্যান নরেশ ত্রিপুরা।

খোয়াই জেলা ভিত্তিক যুব উৎসব ১৯ ডিসেম্বর

খোয়াই, ৫ ডিসেম্বর ।। খোয়াই জেলা ভিত্তিক যুব উৎসব আগামী ১৯ ডিসেম্বর তেলিয়ামুড়া টাউন হলে অনুষ্ঠিত হবে। এই কর্মসূচিকে সফল করে তোলার লক্ষ্যে গতকাল তেলিয়ামুড়া পুরপরিষদের সভাকক্ষে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন সজল দেঞ্চর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় বিধায়ক গৌরী দাস, খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি সাইনী সরকার, জিলা পরিষদের সদস্য ভজন দাস, তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান অমরেশ চৌধুরী, পুরপরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জয়দেব গুহ সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। জেলা ভিত্তিক যুব উৎসবকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সভা থেকে জিলা পরিষদের সভাধিপতি সাইনী সরকারকে চেয়ারম্যান এবং অতিরিক্ত জেলা শাসক হীরেন্দ্র দেববর্মাকে আহ্বায়ক করে ২২ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যকরী কমিটি ছাড়াও ৭ টি উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কাঞ্চনপুরে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপিত

কাঞ্চনপুর, ৫ ডিসেম্বর ।। কাঞ্চনপুর বিদ্যালয় পরিদর্শক কার্যালয়ের উদ্যোগে গত ৩ ডিসেম্বর কাঞ্চনপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠে মহকুমা ভিত্তিক বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে ঐদিন একটি শোভা যাত্রা কাঞ্চনপুর বাজার এলাকা পরিক্রমা করে। আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রাজেন্দ্র রিয়াং, এম.ডি.সি ললিত দেবনাথ, দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ভারত ভূষণ চাকমা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধীদের মধ্যে বিভিন্ন চলন সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

বি এ ডি পি-তে বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়ন

বিশ্রামগঞ্জ,০৫ ডিসেম্বর ।। সিপাহীজলা জেলার বিভিন্ন ব্লক এলাকায় বি এ ডি পি-তে ৫টি বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে। কর্মসূচি অনুযায়ী কাঁঠালিয়া ব্লকের উত্তর পাহাড়পুর বাগানবাড়িতে একটি ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণের কাজ চলছে। এতে ব্যয় হবে ৫০ লক্ষ টাকা। বিশালগড় ব্লকের গকুলনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের শিশু নিকেতন এস বি স্কুলে অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণের কাজ চলছে। এতে ব্যয় হবে ১০ লক্ষ টাকা। মধুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মধুপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে ডাইনিং হল নির্মাণের কাজ চলছে। এই কাজে ব্যয় হবে ১৫ লক্ষ টাকা। বক্সনগর ব্লকের কলসীমুড়াতে রতনধূলা পূর্ব পাড়া জে বি স্কুলে অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণের কাজ চলছে। এই কাজে ব্যয় হবে ১৫ লক্ষ টাকা। তাছাড়াও দক্ষিণ কলমচৌড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ কলমচৌড়া পশ্চিম এস বি স্কুলে অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণের কাজ চলছে। এতে ব্যয় হবে ৯ লক্ষ টাকা।

এছাড়া, ৭টি উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে। এতে মোট ব্যয় হবে ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা। বিশালগড় ব্লকের লেম্বুতলী গ্রাম পঞ্চায়েতের লেম্বুতলীতে একটি এবং চাম্পামুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চাম্পামুড়াতে একটি করে উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে। এই ২টি কাজে মোট ব্যয় হবে ৪০ লক্ষ টাকা। বক্সনগর ব্লকের বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং কমলনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ৬৩ কে ভি ট্রান্সফরমার বসানোর কাজ চলছে। এই কাজে ব্যয় হবে ৬ লক্ষ টাকা করে। কলসীমুড়া, উত্তর কলমচৌড়া ও কালাঢেপাতে উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে। এই কাজে ব্যয় হবে ২০ লক্ষ টাকা করে। কাঁঠালিয়া, বক্সনগর এবং বিশালগড়ের সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী প্রতিবন্ধীদের মধ্যে বিভিন্ন চলন সামগ্রী বিতরণ করা হবে। হতে ব্যয় হবে ৯ লক্ষ টাকা। জেলা প্রশাসন থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

উদয়পুরে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উদ্‌যাপন

উদয়পুর,০৫ ডিসেম্বর ।। উদয়পুর টাউন হলে গত ৩ ডিসেম্বর বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে প্রতিবন্ধীদের মধ্যে বিভিন্ন চলন সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের মন্ত্রী রতন ভৌমিক। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে তিনি বলেন, প্রতিবন্ধী কল্যাণে রাজ্য সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। এই লক্ষ্যে বয়স্ক ভাতা সহ বিভিন্ন ধরণের ভাতা চালু রয়েছে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণে উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন সুব্রত দেব প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব, বাল্যবিবাহ দূরীকরণ, সঠিক টিকাকরণ, পুষ্টিকর আহার ইত্যাদির উপর গুরুত্বারোপ করেন। অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধীদের ৮টি ট্রাইসাইকেল, ৮টি হুইল চেয়ার, ২টি হিয়ারিং এইড এবং ৩০০টি কম্বল বিতরণ করা হয়। সভাপতিত্ব করেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুনীতি সাহা।

দেশের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে বেসরকারী পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ০৪ ডিসেম্বর ।। যে কোনো দেশ বা রাজ্যের জনকল্যাণমুখী সরকারের প্রথম ও অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে জনগণকে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দেওয়া । সরকার রাজ্যের সমস্ত জনবসতি এলাকায় পানীয় জলের ব্যবস্থা করার কাজকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে আসছে। ফলে রাজ্যের প্রায় প্রতিটি জনবসতিতে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌছানো সম্ভব হয়েছে । আজ সোনামুড়া মোহনভোগে সাড়ে ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে গড়ে তোলা দৈনিক ৩ লক্ষ গ্যালন ক্ষমতা সম্পন্ন জল পরিশোধন প্রকল্পের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। তিনি বলেন, প্রথমে চিহ্নিত করা হয় রাজ্যের কোন কোন জনবসতিতে পানীয় জলের পুরোপুরি সংস্থান রয়েছে, কোন কোন জনবসতিতে জলের উৎস নেই এবং যেখানে জলের উৎস রয়েছে তার জল পরিস্রুত কিনা । রাজ্য সরকার প্রথমেই ঠিক করে যে জায়গায় পানীয় জলের কোনো উৎস নেই সেটাকেই প্রাধান্য দিয়ে কাজ শুরু করা । দ্বিতীয়তঃ যে জনবসতিতে আংশিক পানীয় জলের উৎস রয়েছে সেখানে পুরোপুরি জলের ব্যবস্থা করা এবং তৃতীয়তঃ পানীয় জল যাতে পরিস্রুত হয় সেদিকে গুরুত্ব দেওয়া । এই পরিকল্পনা গ্রহণ করার ফলে আজ রাজ্যের ৮ হাজারের উপর জনবসতির প্রায় সব পাড়াতেই পানীয় জলের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জলের অপর নাম জীবন । তাই জল যাতে অপচয় না হয় সেদিকে আমাদের সকলকেই বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে । দেখা গেছে ত্রিপুরাসহ সারাদেশে যে রোগ হয় তার অধিকাংশই পেটের রোগ। এই রোগ সৃষ্টির প্রধান কারণ হল জলবাহিত জীবাণু । তাই প্রতিটি বাড়িতেই পানীয় জলকে ফুটিয়ে খেতে হবে । রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যদি রাজ্যের প্রতিটি এলাকায় পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ করা যায় তাহলে পেটের রোগ থেকে অনেকটা রক্ষা পাওয়া যাবে । সেদিকে লক্ষ্য রেখেই রাজ্য সরকার গ্রামে গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে । যেখানে পানীয় জল পরিস্রুত করার সুযোগ নেই সেখানে জল পরিশোধন কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে । কিন্তু বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের জন্য পানীয় জলের বরাদ্দও কমিয়ে দিচ্ছে। বর্তমান অর্থবছরেও পানীয় জলের জন্য বরাদ্দ রয়েছে । সেই টাকাও যাতে না পাওয়া যায় তার জন্য নানা সমস্যার সৃষ্টি করে পানীয় জল সরবরাহের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা হচ্ছে । শুধু তাই নয় মানুষের কল্যাণের জন্য জরুরী যে বিষয়গুলি রয়েছে সেগুলিরও বরাদ্দ কমিয়ে দেয়া হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার রেশনে চালের বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছে, চিনি সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে, কেরোসিনের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে । এই ভাবে আস্তে আস্তে পুরো রেশন ব্যবস্থাটাকেই বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে । শুধু তাই নয় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকেও বেসরকারী পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে । এর ফলে গরীব ও মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আগে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রকল্পগুলি মিলেমিশে সম্পাদন করত । কিন্তু বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এইসব খাতে টাকা কমিয়ে দিয়ে অঘোষিত ভাবে মানুষের সর্বনাশ করে দিচ্ছে । বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের এই গরীব মারা নীতি গ্রহণ করার ফলে দেশ আজ সর্বনাশের দিকে অগ্রসর হচ্ছে । তিনি বলেন, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার কথা দিয়েছিল শাসন ক্ষমতায় এলে বছরে ২ কোটি বেকারের চাকুরী দেবে, জিনিষ পত্রের দাম কমবে, মুদ্রাস্ফীতি কমবে, কৃষক আত্মহত্যা কমবে । কিন্তু আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা কি ? বছরে ২ কোটি চাকুরী হওয়া তো দূরে থাক উল্টো কর্মরতরা কাজ হারাচ্ছেন, বেকারের সংখ্যা বাড়ছে, কৃষক আত্মহত্যা বহুগুণ বেড়ে গেছে, মুদ্রাস্ফীতি বাড়ছে এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম লাফিয়ে বাড়ছে ।

এর বিরুদ্ধে কৃষক, শ্রমিক ব্যবসায়ী এবং বেকাররা দেশের বিভিন্ন স্থানে আন্দোলন শুরু করে দিয়েছে । তাদের এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে ভাঙ্গার জন্য ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের চেষ্টা চালানো হচ্ছে । গো-রক্ষার নামে দেশের সংখ্যালঘু অংশের জনগণের উপর আক্রমণ চালানো হচ্ছে । পাশাপাশি দলিতদের উপরও নানা নির্যাতন চালানো হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের রাজ্যেও একটা অশুভ শক্তি ধর্মীয় বিভাজনের নামে দাঙ্গা হাঙ্গামা ঘটানোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে । রাজ্যের নানা প্রান্তে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেওয়ার চেষ্টা করছে । উপজাতিদের রাজ্যের স্বপ্ন দেখিয়ে জাতি-উপজাতির মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ লাগানোর প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে । রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজগুলি লন্ডভন্ড করার উদ্দেশ্যেই তারা রাজ্যে সাম্প্রদায়িক বিষের হাওয়া ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে । অতীতেও তারা বিদেশী বিতাড়ণের নামে রাজ্যে অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল । কিন্তু রাজ্যের শান্তিপ্রিয় জনগণ লড়াই আন্দোলন করে পুনরায় রাজ্যে শান্তির পরিবেশ ফিরিয়ে এনেছে । ফলে রাজ্য সরকার ভিন্ন একটা নীতি নিয়ে জনকল্যাণমূলক কর্মসুচীগুলি রূপায়ণ করছে । আমরা রাজ্যের ভূমিহীনকে জমি, গৃহহীনকে ঘর এবং বিভিন্ন সামাজিক ভাতা প্রদান করছি । বর্তমানে রাজ্যে প্রায় ৩ লক্ষ ৯৯ হাজার ব্যক্তিকে বিভিন্ন ভাতা প্রদান করছে রাজ্য সরকার । উপজাতি এলাকায় শিক্ষা স্বাস্থ্য সহ সকল বিষয়েই প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে । রাজ্য সরকারের এই সব উন্নয়নমূলক কাজগুলি সহ্য হচ্ছে না বলেই একটা অশুভ শক্তি রাজ্যের শান্তির পরিবেশকে বিঘ্নিত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে । এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সকলকেই ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করে তাদের জনবিচ্ছিন্ন করার আহ্বান রাখেন মুখ্যমন্ত্রী ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের মন্ত্রী রতন ভৌমিক বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার সারা রাজ্যের মানুষকে যাতে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করতে পারে সেই লক্ষ্যেই কাজ করছে । রাজ্যের প্রায় সব জনবসতিতেই পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে । কিন্তু সেই কাজেও বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার বরাদ্দ কমিয়ে দিয়ে সমস্যা সৃষ্টি করেছে । কেন্দ্রীয় সরকারের নানা বাধা সত্বেও রাজ্য সরকার জনগণের কাছে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের জন্য দায়বদ্ধ । পানীয় জল যাতে অপচয় না হয় তার জন্য সকলকেই দায়িত্ব নেওয়ার আহ্বান রাখেন তিনি ।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন মোহনভোগ বি এ সি-র চেয়ারম্যান কুঞ্জলীলা মুড়াসিং এবং পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার বি কে দেববর্মা ।

পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার ক্রমান্বয়ে অর্থ বরাদ্দ কমিয়ে দিচ্ছে ঃ পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান মন্ত্রী

আগরতলা, ০১ ডিসেম্বর ।। ত্রিপুরা রাজ্যে পানীয় জল সরবরাহের প্রকল্পগুলি তৈরি হয়েছে এন.আর.ডি.ডব্লিও.পি প্রকল্প ও রাজ্য সরকারের আর.ডব্লিও.এস প্রকল্পের সহায়তায়। এন.আর.ডি.ডব্লিও.পি প্রকল্পে ২০১২-১৩ সালে ১০০ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়েছিল, ২০১৩-১৪ সালে পাওয়া গেছে ৮৯ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা,২০১৪-১৫ সালে পাওয়া গেছে ৬৮ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা। এরপর ক্রমান্বয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্পে টাকা কম দিতে শুরু করে। আজ মহাকরণে সাংবাদিকদের এই তথ্য জানান পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের মন্ত্রী রতন ভৌমিক। তিনি জানান, এই প্রকল্পে টাকার পরিমাণ কমে ২০১৫-১৬ সালে পাওয়া যায় ৩১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, ২০১৬-১৭ সালে পাওয়া যায় ৩২ কোটি টাকা। বর্তমান ২০১৭-১৮ সালে এই প্রকল্পে বরাদ্দ করা হয় ৩২ কোটি টাকা। এরমধ্যে ১৩ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়েছে।

মন্ত্রী আরও জানান, এই প্রকল্পটি ৯০ শতাংশ (কেন্দ্রীয় সরকার) : ১০ শতাংশ (রাজ্য সরকার) ভাগে চালু ছিল। ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষ থেকে টাকার বরাদ্দ কমে যাওয়ার ফলে রাজ্য যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তার মোকাবিলায় রাজ্য সরকার যেমন বরাদ্দ বাড়িয়েছে পাশাপাশি বিভিন্ন সংস্থা থেকে ঋণও নিতে হয়েছে। এই এন.আর.ডি.ডব্লিও.পি প্রকল্পের নিয়ম অনুযায়ী বছরের প্রথমেই বরাদ্দকৃত অর্থের ৫০ শতাংশ মঞ্জুরী হতো। এই মঞ্জুরীকৃত অর্থ এবং রাজ্যের মঞ্জুরীকৃত অংশের ৬০ শতাংশ ব্যয় করার পর সময়মতো ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠালে দ্বিতীয় কিস্তি মঞ্জুর হতো। ২০১৭-১৮ অর্থবছরেও আগের নিয়ম অনুযায়ী মঞ্জুরীকৃত অর্থের ৮০ শতাংশের বেশী খরচ করার পর ২১ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে দ্বিতীয় কিস্তির মঞ্জুরীর জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়। এই প্রকল্পে এটাও নিয়ম ছিল যে মোট বরাদ্দকৃত অর্থের ১৫ শতাংশ চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের খাতে এবং ২০ শতাংশ আই.আর.পি নির্মাণের খাতে ব্যয় করা হতো। ১৭ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে কেন্দ্রীয় সরকারের পানীয় জল মন্ত্রক থেকে এন.আর.ডি.ডব্লিও.পি প্রকল্পের নতুন নির্দেশিকা পাঠানো হয়। এই নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রথম কিস্তির ন্যূনতম ৬০ শতাংশ এবং দ্বিতীয় কিস্তির বরাদ্দকৃত অর্থ অগ্রীম খরচ করে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট পাঠানো হলে মন্ত্রক দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পরিশোধ করবে এবং এই প্রল্পের টাকা থেকে চালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, আই.আর.পি নির্মাণ এবং স্থানিক উৎসের জন্য কোনো ধরণের ব্যয় করা যাবে না।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির জন্য নির্দেশিকা ছিল বরাদ্দকৃত অর্থের নয় ভাগের এক ভাগ অগ্রীম খরচ করতে পারলেই বরাদ্দের পুরো অর্থ মঞ্জুরী করবে। এই নির্দেশিকা অনুযায়ী ত্রিপুরা রাজ্যের পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তর দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে এবং ২০ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের নিকট প্রস্তাব পাঠায়। মন্ত্রী আরও জানান, ২২ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে কেন্দ্রীয় সরকারের পানীয় জল মন্ত্রক থেকে আরেকটি নতুন নির্দেশিকা জারি করা হয় যাতে বলা হয় মোট বরাদ্দকৃত অর্থের সাপেক্ষে রাজ্যের যে ভাগ আছে তাও ১০০ শতাংশ অগ্রীম খরচ করলেই দ্বিতীয় কিস্তির মঞ্জুরীর জন্য প্রস্তাব পাঠানো যাবে। রাজ্যের পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তর এই নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করে ২৪ নভেম্বর ২০১৭ তারিখ সকালে পুনরায় নতুন করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের নিকট প্রস্তাব পেশ করে। ২৪ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রক পূর্ববর্তী নির্দেশিকার সংশোধনী জারি করে। এতে বলা হয় যে, দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ মঞ্জুরীর জন্য প্রথম কিস্তি ও রাজ্যের ভাগ সহ ১০০ শতাংশ খরচ করতে হবে এবং দ্বিতীয় কিস্তির কেন্দ্রীয় বরাদ্দ ও রাজ্যের ভাগ সহ ১০০ শতাংশ ৩০ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের মধ্যে অগ্রীম ব্যয় করে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট পেশ করলে দ্বিতীয় কিস্তির বরাদ্দকৃত অর্থ পরিশোধ করা হবে। এই সংশোধিত নির্দেশিকা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি জন্যও প্রযোজ্য। এন.আর.ডি.ডব্লিও.পি প্রকল্পের এই নির্দেশিকা বদলের ফলে উত্তর-পূর্বাঞ্চল সহ অনেক রাজ্য পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে অর্থ সংকটের মুখোমুখি হবে। সর্বশেষ সংশোধিত নির্দেশিকা অনুযায়ী ৩০ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের মধ্যে বছরের মাঝখানে বাজেটে নতুন করে অর্থ সংস্থান করে অগ্রীম ব্যয় করা সম্ভব নয় বলে মন্ত্রী জানান। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি নতুন পানীয় জল প্রকল্প নির্মাণ এবং বর্তমান চালু প্রকল্পগউলি টিকিয়ে রাখতে গভীর সমস্যার সম্মুখীন হবে। ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের কাছে উদ্ভূত সমস্যার নিরসনে এন.আর.ডি.ডব্লিও.পি প্রকল্পের নির্দেশিকা পুনর্বিবেচনার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধানমন্ত্রী আরও জানান, গ্রামীণ এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের জন্য দপ্তর থেকে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্যের ৮৭২৩টি পাড়ার মধ্যে ৬১০১টি পাড়াতে পুরোপুরি এবং ২৬০৩টি পাড়াতে আংশিক পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৯টি পাড়াতে পানীয় জলের বিভিন্ন উৎস যেগুলি নষ্ট হয়ে গেছে সেগুলির মেরামত করার উদ্যোগ দপ্তর গ্রহণ করেছে।এছাড়াও গ্রামীণ এলাকায় ১৫ হাজার কিমি পাইপ লাইন, ১৭০২টি ডিপটিউবওয়েল এবং ৩৪২২টি স্মল বোর ডিপটিউবওয়েল নির্মাণ করা হয়েছে। তিনি জানান, ২৩৭টি ইনোভেটিভ স্কিম এবং বেশকিছু স্থানিক উৎসও সৃষ্টি করা হয়েছে।

রাজ্য ভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

আগরতলা,০১ ডিসেম্বর ।। রাজ্য ভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির এক সভা আজ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী ভানুলাল সাহা, দপ্তরের সচিব এম এল দে, অধিকর্তা এম কে নাথ, কমিটির সদস্য সদস্যা এবং দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

নভেম্বর মাসে রাজ্যের ২৩টি মহকুমায় মহকুমা ভিত্তিক এবং ৮টি জেলার জেলা ভিত্তিক নাট্য উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। তাতে ১৬৩টি বিদ্যালয়ের ২৫৩ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশ নেয়। চলতি ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই জেলা ভিত্তিক যাত্রা উৎসবের আয়োজন করা হবে। যাত্রা উৎসব আয়োজন করার বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। গত অক্টোবর মাসে রাজ্যের ১১৭৮ টি পঞ্চায়েত এবং ভিলেজ কমিটিতে, ৫৮টি ব্লক এলাকায় এবং ৮টি জেলায়, নগর পঞ্চায়েত এবং আগরতলা পুর নিগম এলাকায় লোক সংস্কৃতি উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। তাতে প্রায় ৩০ হাজার লোক শিল্পী অংশ গ্রহণ করেছিল।

সভায় তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী বিভিন্ন মহকুমা, জেলা এবং রাজ্য স্তরের জন্য নির্ধারিত কর্মশালাগুলি ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই আয়োজন করতে বলেন। তিনি জানান, আগরতলা বইমেলা ২০১৮ নির্ধারিত সময়ে অথবা মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের পর আয়োজন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মহকুমা এবং জেলা সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটিগুলির সঙ্গে আলোচনা করেই তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অনুষ্ঠানগুলি আয়োজন করার জন্য তিনি দপ্তরের আধিকারিকদের পরামর্শ দেন।